আল্লাহ কি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান ??

শায়খ মুফতী মোঃ আঃ রউফ সালাফী

তাওহীদ প্রকাশনী
মিসবাহুদ্দিন
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

https://www.facebook.com/1789451322635 17

আল্লাহ্ কি নিরাকার ?

ও

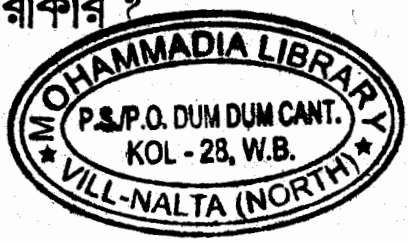

সর্বত্র বিরাজমান ??

শায়খ মুফতী মোঃ আঃ রউফ সালাফী
আমীর
আহ্লে হাদীস তাবলীগে ইস্লাম
বাংলাদেশ।

ALLAH KI NIRAKAR ? O SHORBOTRO BIRAJMAN ??

BY: SHAYKH MUFTEE MD. ABDUR RAUF SALAFY
M 48. KHALISHPUR HOUSING ESTATE.
KHULNA.

PUBLISHED BY: MD. IMTIAZ AMIN
73, C.S. BLOCK, ROAD NO- 16 KHALISHPUR H/E.
KHULNA

PRICE TK. 15.0 0 ONLY

ALL RIGHTS RESERVED BY PUBLISHER
https://www.facebook.com/178945132263517

ঃ প্রকাশক ঃ
মিসবাহুদ্দিন
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

প্রথম প্রকাশ ঃ শাবান - ১৪১৫ হিঃ
মাঘ - ১৪০১ বঙ্গাব্দ
প্রকাশ কাল ঃ নভেম্বর ২০১২

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ রজব - ১৪২০ হিঃ
কার্ত্তিক - ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
নভেম্বর - ১৯৯৯ ইং

"আমার লিখিত সকল বই, পুস্তক, প্রবন্ধ, ফতোয়া এবং আমার প্রদত্ত খুতবা সহ সকল বক্তব্য ধারণকৃত ক্যাসেট সমুহের সম্পাদনা, প্রকাশনা ও ব্যাবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব আমি আমার স্নেহের ছাত্র মোঃ ইমতিয়াজ আমিনের হাতে অর্পণ করলাম। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এই দায়িত্ব পালনে তাকে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করুন। আমিন"।।

মোঃ আব্দুর রউফ

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিত এই বই এর কোন অংশ মুদ্রণ অথবা কোন ভাবে প্রতিলিপি তৈরী করা নিষিদ্ধ।

বিনিময় ঃ ১১.০০ টাকা মাত্র

https://www.facebook.com/178945132263517

মুখ বন্ধ

মাসিক মদীনা, সম্পাদক মুহিউদ্দীন খান, মদীনা ভবন ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশে পরিচিত। পত্রিকার নাম মদীনা দেয়ার উদ্দেশ্য হবে পত্রিকাটি মদীনাতুররসুলের (সঃ) আদর্শে রচিত, প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত। আর তা যদি না হয়, তাহলে মদীনার নামে পত্রিকাটির নামকরন মদীনা ভক্তদিগকে প্রভাবিত ও প্রতারিত করা ছাড়া আর কিছুইনা।

ভবনের নাম মদীনা রাখার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ ছিল বাড়ীর অধিবাসীগণ হবেন মাদীনার আদর্শের অনুসারী। যদি তা না হয়, তাহলে স্পষ্ট বুঝতে হবে মদীনার নাম ব্যবহার করে মদীনার ভক্তবৃন্দকে প্রতারিত করে দুনিয়ার অর্থ-স্বার্থ হাসিল করা। ১৯৯৯ আগষ্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের মদীনা পত্রিকার বয়স হল ৩৫ বৎসর। কিন্তু সেই ১৯৬১ সনে প্রতিষ্ঠার পর হতে পত্রিকাটির কোন সংখ্যায় মদীনার দুরাকাত ফরয নামাযের পূর্ণ বিবরন কেউ পায় নাই। মদীনার একটি রোযার বিবরন পায় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মদীনার ইমাম, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওস্তাদগণ,এবং মদীনার মুহাদ্দিসগণের আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাস সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই। অথচ মদীনার ইকামাত, নামায প্রভৃতির বিরুদ্ধাচারন বাংলা বাজারের মদীনা ভবনে ৩৫ বৎসর ধরে চলছে, হয়তা বা ভবিষ্যতেও চলবে তবুও ভবনের নাম, পত্রিকার নাম মদীনাই থাকবে।এ যেন *কানাছেলের নাম পদ্মলোচন!* বাংলাদেশের ঢাকার বাংলা বাজারের মদীনা রাসূল (সাঃ)-এর সৌদী মদীনার আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাসের উপর হামলা শুরু করেছে। **মুসলমানদের আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাসকে যে সকল অমুসলিম ব্যক্তি বা সংগঠন ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে তারা সবাই ইসলামের নাম ব্যবহার করেই ইসলামের সর্বনাশ করেছে।** যেমন ইমদাদুল্লাহ মাক্কী, হুসাইন আহমাদ মাদানি প্রভৃতি।বর্তমানের বাংলা বাজারের মদীনা মুসলমানদের আক্বীদা - বিশ্বাস ধ্বংস কারী কোন গোপন মু'তাযেলা সংস্থার বদ-আক্বীদা প্রচার করছে সউদী আরবের মদীনার নামে। তা যদি না হত তাহলে রাসুলের (সঃ) মদীনার সাথে বাংলাবাজারের মদীনার সংঘাত কেন ? বাংলা বাজারের মদিনার ৩৫ বর্ষ ৫ম সংখ্যা আগষ্ট ১৯৯৯ সংখ্যার ৫১ নং পৃষ্ঠ ৪৪ নং প্রশ্নোত্তর লক্ষণীয়। ৪৪ নং প্রশ্ন মুহাঃ মতিউর রহমান সউদী আরব থেকে পঠিয়েছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রশ্নঃ- "আমরা এতোদিন এই বিশ্বাস করে আসছি যে, আল্লাহ তা'আলা নিরাকার এবং তিনি সর্বত্র বিরাজ মান। আমাদের এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এখানকার ইসলামী সেন্টারের একজন মাওলানা (বাংলাদেশি) তার সাপ্তাহিক হালকায় ওয়াজে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিরাকার নন এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। অর্থাৎ আল্লাহ্র হাত-পা, চোখ ইত্যাদি সবই আছে। মাওলানা সাহেব এও বলেন যে, যার মধ্যে এই বিশ্বাস নাই তিনি মুসলমান বা ঈমানদার নন। এই নিয়ে এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। আশাকরি কোরআন ও হাদীসের আলোকে আপনার অভিমত জানিয়ে সুখী করবেন"। বাংলাবাজারের মদীনা উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এই-

উত্তরঃ"যে ব্যক্তি এধরনের কথা বলেছে, সে হয় আকাট মুর্খ নাহয় বিকৃত মস্তিস্ক। কোন গোমরাহ ফেরকার গোপন এজেন্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। *আল্লাহ্ পাক নিরাকার। তিনি সর্বত্র সবকিছুতে বিরাজমান।* তার ক্ষমতা সর্বব্যাপী। পবিত্র কোরআনের আয়াতে এবং হাদীস শরীফেও আল্লাহ তা'আলার পরিচয় এভাবেই দেয়াহয়েছে। সুতরাং এ ব্যক্তির প্রলাপে কান দিবেন না" । মুহিউদ্দীন খান সাহেব উত্তরে যে কথা গুলি বলেছেন,তাহল এই যে, যারা বলবেন আল্লাহ্ সাকার, তাঁর হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে, তিনি সর্বত্র বিরাজ মান নন তিনি হয় -

১) আকাট মুর্খ,

২) নাহয় বিকৃত মস্তিস্ক

৩) নাহয় কোন গোমরাহ ফেরকার গোপন এজেন্ট।

উল্টো আমরা দেখছি, মুহিউদ্দীন সাহেব নিজেই আকাট মুর্খ ও বিকৃত মস্তিস্ক। কারন বিকৃতমস্তিস্ক লোকছাড়া সুস্থ ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী কোন মানুষ একজন আলেমকে-আকাট মুর্খ ও বিকৃত মস্তিস্ক বলতে পরেন না। কারন পাগল ছাড়া ভাল মানুষকে কেউ পাগল বলে না। আর তার মুর্খতার পরিচয় হল রাসুল (সাঃ) বলেছেন আল্লাহ্র আকার আছে, মেশকাত হাঃ ৩৫২৫, ২য়ঃ পৃঃ ১০৪৬ঃ বইরুত; আলমাকতাবুল ইসলামি, আরবী। হাদীসটি মুত্তাফাক্ব আলাইহি (বোখারী ও মুসলিম)। আমাদের দেশে হাদীসের শিক্ষা শুরু হয় এই মিশকাত হতে। মুহিউদ্দীন খান সাহেব এতোই মুর্খ যে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার এই-অপরিহার্য্য হাদীসটির জ্ঞানও তার নাই। আল্লাহ্ তাঁর হাতের কথা বলেছেন আলে ইমরান ৭৩, মায়েদা ৬৪, ফাতাহএর ১০, যুমার ৬৭, আলহাদীদ ২৯,

https://www.facebook.com/178945132263517

আলে ইমরান ২৬, আলমুমেনুন ৮৮, ইয়াসীন ৮৩, মুলক ১, আয়াতে অথচ তিনি তা জানেননা। সুরায়ে ক্বালাম এর ৪২ নং আয়াতে আল্লাহ তাঁর পায়ের কথা বলেছেন তাও তিনি জানেন না! আল্লাহ তাঁর নিজের চোখের কথা সূরায়ে হুদ ৩৭, মুমেমুন ২৭, তুর ৪৮, কামার ১৪নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন, অথচ মহিউদ্দীন খান সাহেব তা জানেন না !সত্যই কি জানেন না ?

পাঠক! মুহিউদ্দীন খান সাহেব পবিত্র আল কুরআনুল করীম বাংলা অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত তফসীর, ও সমপাদনা করেছেন। এর সূরায়ে আলে ইমরান ১৭০ পৃঃ আয়াত ২৬; পৃঃ ১৮২ আয়াত ৭৩; মায়েদাহ পৃঃ ৩৪৩ আয়াত ৬৪; ফাতাহ পৃঃ ১২৬৭ আয়াত ১০; হাদীদ পৃঃ ১৩৩৯ আয়াত ২৯; মুমিনুন পৃঃ ৯২০ আয়াত ৮৮; ইয়াসীন পৃঃ ১১৩৮ আয়াত ৮৩; মুলক পৃঃ ১৩৯০ আয়াত ১; সূরায়ে ক্বালাম পৃঃ ১৩৯৮; মুমেনূন পৃঃ ৯১৫ আয়াত ২৭; তুর পৃঃ ১৩০১ আয়াত ৪৮; কামার পৃঃ ১৩১৩ আয়াত ১৪; যুমার পৃঃ ১১৭২ আয়াত ৬৭; পাঠ করুন। এই আয়াত সমুহে আল্লাহর হাত, পা, চোখের উল্লেখ স্বয়ং মহিউদ্দীন সাহেবের অনুবাদেই পাবেন।

সুতরাং, মুহিউদ্দীন সাহেব জানেন যে, আল্লাহর হাত (يد) আল্লাহর পা (ساق) আল্লাহর চোখ (اعين) সব আছে। তিনি আনুবাদও করেছেন, কিন্তু মুলত কোর আনের ঐ আয়াত গুলিকে বিশ্বাস করতে পারেন নাই। যারা কোরআন বিশ্বাস করেন তারা ঈমানদার, আর যারা বিশ্বাস করেন না তারা অবিশ্বাসী। কোরআনের অনুবাদ করলেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না, কারন অনেক অমুসলমান কোরআনের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও গবেষনা করেও অমুসলমানই থেকেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেছেন যে, আল্লাহর হাত আছে, আকার আছে, জীবন আছে যেমন আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন। কোরআনে আল্লাহর যে চেহারা,হাত প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে সে গুলি আল্লাহর দেহের বৈশিষ্ট বা গুনাবলী। তবে তার পূর্ণ বিবরন আমাদের জানা নাই। তোমরা কেউ কখন বলবেনা যে, আল্লাহর হাত প্রকৃত হাত নয় বরং আল্লাহর হাতের অর্থ (কুদরাত) ক্ষমতা, ইত্যাদি। কারন এধরনে কথা-বার্তা হল মু'তাযেলাদের আক্বীদাহ। জেনে রাখ দেহের যেমন বৈশিষ্ট হল হাত, তেমন আল্লাহর হাতও তার দেহের বৈশিষ্ট। তবে আমরা ঐ হাতের পূর্ণ বিবরন জানি না। ফিকহুল আকবর - ৫৮ ও ৫৯,পৃঃ। দারুল কুতুবল ইলমিয়াহ, বইরুত।

মুহীউদ্দীন খান সাহেব ৩৫ বৎসর ধরে মদীনা নামে পত্রিকা চালাচ্ছেন। মদীনা নাম ব্যবহার করার মতলব এবার স্পষ্ট হচ্ছে। মদীনার সম্মান যাদের অন্তরে বদ্ধমূল তাদের অন্তরকে কাফের ও অবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার ঘৃনিত উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় মদীনা নামটি তিনি ব্যবহার করছেন। মহিউদ্দীন খান সাহেব

https://www.facebook.com/178945132263517

সউদী আরবে অবস্থানকারী মওলানা সাহেবকে বলেছেন বিকৃত মস্তিষ্ক; বাস্তবে দেখা যাচ্ছে মহিউদ্দীন খান সাহেব নিজেই মস্তিষ্ক বিকৃতীর খপ্পরে পড়েছেন। সউদীতে অবস্থানকারী মাওলানা সাহেবই ঈমানদার বরং মুহিউদ্দীন সাহেবই কোরআনের আয়াতে ঈমানদার নন। তা ছাড়া একথাও স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি মু'তাযেলা সমপ্রদায়ের গোপন এজেন্ট। তা যদি না হবে তাহলে তিনি মু'তাযিলাদের বিশ্বাস ও আক্বীদাহ্র ভিত্তিতে জবাব দিবেন কেন ?

মহিউদ্দীন খান সাহেব বলেছেন, "কোরআনের আয়াতে ও বহু হাদীসে আল্লাহ্ নিরাকার এবং তিনি সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজ মান রয়েছেন।"কিন্তু একটি আয়াত অথবা একটি হাদীসেরও উদ্ধৃতি দিতে পারেন নাই। মূলত তাঁর কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আল্লাহ নিরাকার এমন কোন আয়াত নাই, এমন কোনও সহীহ হাদীসও নাই। **আমরা জানি মহিউদ্দীন খান সাহেব একজন মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসারী)। আর কোন মুকাল্লিদ কখনই কোন বড় আলেম হতে পারেন না, হওয়ার প্রয়োজনও নাই। অন্ধের মত অনুসরনই তার কাজ। মুকাল্লিদ দেখবে বাপ-দাদারা কি করেছে? উস্তাদ কি বলেছে? তাই সে অনুসরন করবে। দলিল দেখার তার কোন দরকার নেই।** আরব বিশ্বের বাইরে, বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তূরস্ক প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ আলেমগন মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসারী)। তাই তাদের কোরআন ও হাদীসের বাস্তব জ্ঞান খুবই সামান্য। ***কিন্তু অহংকার হিমালয় পাহাড়ের চেয়েও উচু।*** তা ছাড়া আমাদের দেশের এই ধরনের আলেমরা সাধারন মানুষদেরকে তো মানুষই মনে করেন না। তারাইতো মাদ্রাসায় পড়েন, পড়ান একখানি বই, যার নাম নুরুল আনওয়ার, এই বইটিতেই তারা আম জনসাধারন কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, ***ওরাতো চতুস্পদ জন্তুর মতো*** (আরাফাত পাবলিকেশন্স-এর নুরুল আনওয়ার বাবুল ইজমা,পৃষ্ঠাঃ নং ১৬৭)। মাওলানা মহিউদ্দীন খান সাহেবও নুরুল আনওয়ারের অনুসারীদের মতো তাঁর পত্রিকায় প্রশ্নকারী সরল প্রাণ মানুষদেরকে বে আকল মনে করে উল্টো-পাল্টা দলিল বিহীন উত্তর দিয়ে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছেন। আর আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলম্ গোপন কারীদের এটাই স্বভাব।

আমরা অনুরোধ জানাব ইমাম বায়হাক্বী (রঃ)-এর সংকলিত কিতাবুল আসমাই অসসিফাত পাঠ করুন! আল্লাহ্ সম্পর্কে এই হাদীসের সংকলন সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করতে সক্ষম হবে ইন্শা আল্লাহ্।

https://www.facebook.com/178945132263517

ভূমিকা

ইসলাম শিক্ষা
নবম - দশম শ্রেণী
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়-আকাইদ

প্রথম পরিচ্ছেদ (ক) তাওহীদঃ পৃঃ ২

আল্লাহ-তিনি অদৃশ্য ও নিরাকার অথচ সর্বত্র বিরাজমান।

উল্লেখিত বইটি ছাত্রদের কচি মনে আল্লাহ সম্পর্কে যে বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে চেয়েছে তা হল আল্লাহ নিরাকার এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান।বইটির এই বক্তব্য যে 'ইসলাম' তা, প্রমান হয় বইটির নামে, আল্লাহ্ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান কথাটি ইসলামের শিক্ষা হিসাবে প্রমান করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হল আল্লাহ্ সাকার ও আরশে সমাসীন, তিনি নিরাকার নন এবং সর্বত্র বিরাজমানও নন।

আল্লাহ্ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান কথাটি হিন্দু ধর্ম হতে এনে ইসলাম শিক্ষার মধ্যে ঢুকান হয়েছে।

নিম্নে তার প্রমাণ দেয়া হল।

মাধ্যমিক হিন্দু ধর্ম শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক, ঢাকা।

চতুর্থ পাঠ ঈশ্বরবাদ ২৩, ২৪, ২৫ পৃঃ

ব্রহ্ম ঈশ্বর। তিনি এক অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার ও সর্বব্যাপী। বইটি হিন্দু ছাত্রদিগকে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা দিতে চেয়েছে, সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু

https://www.facebook.com/178945132263517

আমরা দেখছি ইসলাম শিক্ষা বইটিতে মুসলমান কোমলমতি ছাত্রদেরকে হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ইসলাম শিক্ষার নামে।

ব্রহ্ম ঈশ্বর। তিনি এক অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার, সর্বব্যাপী।

এই বইটি হিন্দু ছাত্রদিগকে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে। অবশ্য হিন্দু ধর্ম শিক্ষার লেখকগন ঐকথাগুলির বরাত বেদ হতে দিয়েছেন, কিন্তু ইসলাম শিক্ষার লেখকগণ আল্লাহ, তিনি নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান এই কথাটি কোথায় পেলেন, এর কোন বরাত দেন নাই। এতে প্রমাণ হয় ইসলাম শিক্ষার লেখকগণ হিন্দু ধর্মের শিক্ষাকে ইসলামের শিক্ষা বলে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা করেছেন। এ অপচেষ্টার কারন কি ? অন্য দিকে তথা কথিত একদল মুসলমান বলে থাকেন আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান, একথাটি একটি খাঁটি মিথ্যা কথা। একথার কোন দলিল কোরআন ও হাদীসে নাই। মানুষের আমল বিশুদ্ধ হবার পূর্বশর্ত হল বিশুদ্ধ ঈমান। সুরায়ে নাহাল ৯৭, বনি ইসরাইল ১৯। ঈমান বিশুদ্ধ না হলে আমল যতই বিশুদ্ধ হোক তা কবুল হবে না। যেমন নামায বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত উযু। উযু যদি বিশুদ্ধ না হয় আর নামায যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলে নামায হয় না। ঈমানের মধ্যে সর্ব প্রথম হল আল্লাহর উপর ঈমান। সেই আল্লাহর উপর ঈমান যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে অন্যান্য আমল যতই বিশুদ্ধ হোক, যেমন নামায, রোযা হজ্জ, যাকাত কোনটাই কবুল হবেনা, আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান কথাটি আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য ও মিথ্যা, ঈমানকে কলুষিত করার কথা।এই বিশ্বাস ঈমানকে কলুষিত করবে, জীবন জেন্দেগীর আমলকে বরবাদ করবে। তাই আমরা আল্লাহর আকার ও তার অবস্থান সম্পর্কে কোরআন ও সহীহ হাদীসের বরাতে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম পাঠক কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে আমাদিগকে জানাবেন আমরা উপকৃত হব।

কিছু লোক আছেন যারা আল্লাহর আকার অবিশ্বাস করেন। আল্লাহর আকার অবিশ্বাস করার অর্থ আল্লাহকে অবিশ্বাস করা। সাথে সাথে মনে রাখতে হবে সৃষ্টি জগতে স্বাকার যত কিছু আছে তার কোনটির আকারের সাথে আল্লাহর আকারের সাদৃশ্য নাই। যেমন আল্লাহ বলেছেন -

يَاإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَيَّ ص ٧٥

হে ইবলিস তোকে সেজদা করতে কে মানা করল আমি-ই তো তোকে আমার দুহাত দিয়ে তৈরী করেছিলাম। সাদ-৭৫। আল্লাহ তার হাতের কথা বললেন। মানুষেরও হাত আছে, তাই বলে আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মত, এই বিশ্বাস করা যাবেনা। এ বিশ্বাস যদি কেউ করে তাহলে সে কাফের হয়ে

https://www.facebook.com/178945132263517

যাবে। বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ্‌র হাত আছে, সেই হাতের কোন তুলনা সৃষ্টি জগতে নাই। যেমন আল্লাহ তেমনই হবে তার হাত। **তার হাতের পূর্ণ বিবরন আমাদের জানা নাই। শুধু বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ্‌র হাত আছে।** যদি বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌র হাত নাই তাহলে কোরআনের ঐ আয়াত অবিশ্বাস করা হয়। **আর কোরআনের আয়াত অবিশ্বাস করলেই মানুষ কাফের হয়ে যায়।**

কিছু লোক বলে থাকেন আল্লাহ যে হাতের কথা বলেছেন, তা বাস্তব হাত নয়, তা হল কুদরাতের হাত। একথাটিও মিথ্যা। তাতেও আল্লাহ্‌র কোরআন অবিশ্বাস করা হয়। কারন কুদরাতী হাত বললে বাস্তব হাতকে অবিশ্বাস করা হয়, অস্বীকার করা হয়, সুস্থ হাতেই ক্ষমতা বা শক্তি থাকে। যদি বাস্তব হাত বিশ্বাস করা হয় তাহলে হাতের সাথে ক্ষমতা(কুদরাত) ও বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু যদি কেবল কুদরাত (ক্ষমতা) বিশ্বাস করা হয় তাহলে হাতকে বিশ্বাস করা হয়না। তাই যারা আল্লাহ্‌র হাতের অর্থ শুধু কুদরাত করেন, তারা বাস্তব হাতকে বিশ্বাস করেননা। আর এটাই হল কুফরী। **বিশুদ্ধ বিশ্বাস হল আল্লাহ্‌র বাস্তব হাত আছে এবং সে হাতে অসীম ক্ষমতা আছে।**

কোরআনের আয়াতের এরুপ খামখেয়ালী অর্থ সর্ব্ব প্রথম চালু করে জাহাম বিন সফঅন নামক এক ব্যক্তি। সে খোরাসানের তিরমিয অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। এরুপ খামখেয়ালী অর্থ করার জন্য ১২০ হিজরীতে আদালত কর্তৃক মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু বরন করে। তারীখ-তাবারী ৭মঃ ভ,৩৩০ পৃঃ।

বর্তমানে বইপুস্তকে, কোরআনের বিভিন্ন তাফসীরে এরুপ বহু অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। তা সবই বিভ্রান্তি কর।

আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুল (সাঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীস মুতাবিক আল্লাহর আকার সম্পর্কে জ্ঞান বিস্তারের প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের এই পুস্তকটি পড়ার পর ক্ষেপে যাবেন কেবল তারা, যারা হিন্দুদের ধারনায় বিশ্বাস স্থাপন করে আছেন। যারা কোরআন ও হাদীসের মধ্যে নিজদের বক্তব্য ঢুকিয়ে কোরআন ও হাদীসের বিকৃতী ঘটাতে চান, অথবা আল্লাহর আকার সম্পর্কে অজ্ঞ ও মুর্খ থাকতে চান। অন্য দিকে যারা সস্তা ওয়াজ ও নসীহাত করে মানুষকে হাসীয়ে, কাঁদিয়ে, মিথ্যা কাহিনীর মাধ্যমে ওয়াজের ময়দানকে সরগম করে ফেলে, সেই সকল মিথ্যুক প্রতারক মুর্খ ওয়ায়েয গণ। তবে কোরআন হাদীসে অভিজ্ঞ কোন আলেম যদি আমাদের বর্ণনার ব্যাপারে কোন ভুল ধরতে পেরে থাকেন, তাহলে দলিল প্রমান সহ লিখিত ভাবে প্রেরণ করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনী সংযুক্ত করব ইনশাআল্লাহ্। অনুরোধ রইল কেবল মাত্র ভাবাবেগে বশে, বিনাদলিলে আপন খেয়ালে কোন বোর্ডপত্র কেউ পাঠাবেন না।

https://www.facebook.com/178945132263517

যারা কোরআনের অর্থ অবগত নয়। কমপক্ষে মেশকাত শরীফও আগাগোড়া পড়েন নাই। এমনকি ইসলামী আকাইদ সম্পর্কে একখানা কিতাবও পড়েন নাই এমন বহু মাদ্রাসার শিক্ষক পীর ও তাবলীগের মুবাল্লিগদের সাথে সাক্ষাত করেছি, সাধারনের নিকট বোজর্গ বলে খ্যাত, কিন্তু ইসলামী জ্ঞানে তারা শুন্য। ***এই ধরনের কাট হুজুরদের দালিল বিহীন কোন কথা কষ্টকরে লিখে পাঠাবেন না।*** অতীতের এমন কোন তথা কথিত বোর্জগের কথাও আমাদের নিকট পাঠাবেন না। কোন আয়াতের অর্থে যদি দ্বিমত পোষন করেন তাহলে প্রথমে আরবী ব্যাকরন (সারফ, নহু, বালাগাতের) দৃষ্টে এবং বিশুদ্ধ হাদীসের বরাতে ভুল ধরে পাঠাতে অনুরোধ করছি। হাদীস যেন যয়ীফ না হয়, মউযু না হয়। কোন ব্যাখ্যার বরাত যদি পাঠান তা যেন কোন মুকাল্লিদ ও সুফীর ব্যাখ্যার কিতাব না হয়। এটাই হল অনুরোধ। যারা আরবী বোঝেন তাদের নিকট অনুরোধ তারা যেন ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) কিতাব খানি পড়েন এবং তা প্রচার করেন এবং আমাদের বর্ণনা তাঁর কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

একটি ভ্রান্ত ধারনার অবসান

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلىا الله عليه وسلم تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى الله : حلية العقيدة الاسلامية ص ٢١ صعيف الاسناد

ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা - ভাবনা কর, কিন্তু আল্লাহ্‌র শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবেনা। (হুলিয়াত ২১) বর্ণনাটি যয়ীফ। ঈমান এবং চিন্তা-ভাবনা, দুটি বিষয় বুঝে নিতে হবে। ঈমান হল অন্তরের বিশ্বাস। বিশ্বাস করার জন্য চাই জ্ঞান। এই জ্ঞানকে বলা হয় ইলম্। যার উপর বিশ্বাস করব সে সম্পর্কে জ্ঞান (ইলম্) না থাকলে বিশ্বাস করব কি?

আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতে হবে। ঈমান আনতে হবে তিনটি বিষয়ের উপর।

১) তাঁর (ذات) দেহ ও শরীরগত অস্তিত্বের উপর।

২) তাঁর গুনাবলীর উপর (اسماء وصفات)

৩) তাঁর অধিকারের উপর। (حقوق)

আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে আমার করনীয় কি ? আমার স্বাধীনতার সীমা কতটুকু ? কার আনুগত্য ও কতটুক আনুগত্য, শিরক ইত্যাদি আল্লাহ্‌র বিধানের উপর ঈমান আনা।

এই তিনটি বিষয়ের উপর ঈমান না আনলে কোন মানুষ ঈমানদার হতে পারেনা। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটিই হল (ذات) আল্লাহ্‌র (نفس) দেহ।

যে আল্লাহ্‌র দেহের উপর ঈমান এনেছে, সে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে। যে আল্লাহ্‌র দেহের উপর ঈমান আনে নাই, সে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে নাই। ঈমান আনতে হলে জানতে হবে। আল্লাহ্ মানুষকে বোঝাবার জন্য দৃষ্টন্ত দিয়েছেন। আল্লাহ্ কে অনুস্মরন করে একটি দৃষ্টান্ত দেই। আল্লাহ্ ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনার কথা বলেছেন। (বাকারা ২৮৫, নেসা-১৩৬)

ফেরেশতা আমরা চোখে দেখিনি। তাই, ঈমান আনতে হলে ফেরেশতা সম্পর্কে জানতে হবে। জানতে হলেই কোরআন ও হাদীস দ্বারা তাদের পরিচয় অবগত হতে হবে। ফেরেশতাদের সম্পর্কে অবগত না হয়ে ঈমান আনা সম্ভব নয়।

ইমাম বোখারী(রঃ) তাঁর সহীহ্ বোখারীর ১ম খন্ডে কিতাবুল ইলমে বলেন -

العلم قبل القول والعمل : بخارى كتاب العلم

https://www.facebook.com/178945132263517

কোন কথা বলার ও কোন কাজ করার পূর্বে সে বিষয় ইল্‌ম হাসিল করতে হবে। বোখারী শরিফ ১মঃ খন্ড পৃঃ ৭১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ১মঃ ৮১ পৃঃ ইমাম বোখারী দলিল দেন ঃ-

فاعلم انه لا اله الا الله : محمد ١٩ فبدأ بالعلم كتاب العلم بخارى :

জানো সেই আল্লাহ্‌ কে যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নাই (মুহাম্মাদ ১৯), এই আয়াতে আল্লাহ্‌ মনুষকে প্রথমে জানবার হুকুম করেছেন। বোখারী ১ম, আধুনিক, ১ম পৃঃ ৮১। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ কে মান্য করার পূর্বের আল্লাহ কে জানতে হবে। এব্যাপারে আল্লাহ তাঁর কোরআন ও হাদীসের মধ্যে নিজের পরিচয় সম্পর্কে যা বলেছেন তা জানতে হবে। তাই আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ) যত কথা বলেছেন সেই কথা গুলিকে আয়াত বলা হয়। কিছু লোক মনে করেন কোরআনের বাক্য গুলিই শুধু আয়াত, কথাটা সত্য নয়। রাসূল (সঃ)-এর হাদীসও আয়াত, মাদ্রাসার পাঠ্য (মেশকাত ১মঃ হাঃ ১৮৭) আল্লাহ্‌ তাঁর অবতীর্ন আয়াত নিয়ে চিন্তা -ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেমন নাহল ৬৯, সূরায়ে রুম ২১, যুমার ৪২, জাসিয়া ১৩, হাসর ২১, এ ছাড়াও বহু আয়াতে চিন্তা-ভাবনার কথা বলেছেন। তেমন আল্লাহ্‌ তাঁর আয়াত গুলি জানবার কথা বলেছেন, যেমন- বাকারা ১১৮, ইউনুস ৫, আন নামাল ৫২; আরও অনেক আয়াতে আল্লাহ্‌ তাঁর আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের হুকুম করেছেন। অতএব, আল্লাহ্‌ যে সকল আয়াতে এবং রাসূল (সাঃ) যে সকল হাদীসে আল্লারহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে, আর তাঁর শিক্ষা গ্রহন করতে হবে। কারন জ্ঞান না হলে ঈমান আনা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের চর্চা করা ফরয। কারন তার চর্চা নাহলে ইল্‌ম হাসিল হবেনা, আর ইল্‌ম (জ্ঞান) হাসিল নাহলে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা হবে না।

উল্লেখিত আরবী ইবারাতে বলা হয়েছে ولاتتفكروا فى الله, আল্লাহ্‌র শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে না। তার অর্থ আল্লাহ্‌র অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের বিষদ বিবরন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা। যেমন-আল্লাহ্‌ সূরায়ে কালামে তাঁর নিজের পায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌র পা আছে, পায়ের গোছা আছে, তা ঢাকাও আছে। এ বিষয় আমাদের আর কোন গবেষনা করা চলবে না। আর কোন অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা চলবে না। তেমন আল্লাহ্‌ তাঁর হাতের কথা বলেছেন। অতএব, জানলাম আল্লাহ্‌র হাত আছে। এই হাত নিয়ে কোন গবেষনা চলবে না। আল্লাহ্‌র অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের বিষদ বিবরন পাওয়ার জন্য কেয়াস করে আল্লাহ্‌ কে বিশেষ আকারে দাড় করাতে গিয়ে পূর্বের বিভিন্ন জাতি মূর্তি পূজা শুরু করেছিল। তেমনই আল্লাহ্‌ নিরাকার, এই নিয়ে গবেষনা করতে করতে আবার একদল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। যারা

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ কে নিরাকার বলেন তারা নিজদিগকে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর অনুসারী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অথচ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন "আল্লাহর জীবন (نفس) আছে, দেহ আছে, আকার আছে, আকৃতি আছে, হাত আছে, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, এটাই আমাদের ঈমান। এর বিষদ বিবরন আমাদের জানা নাই"। ইমাম আবুহানীফা (রঃ) বলেন আল্লাহর অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে অবিশ্বাস করা আর আল্লাহ্ কে অবিশ্বাস করা সমান কথা। কারন তিনি বলেন- যদি বলা হয় আল্লাহর হাত নাই, তাহলে বলতে হয় হাতের যত কাজ আছে এর কোনটাই আল্লাহর নাই.. তেমন যদি বলা হয় আল্লাহর পা নাই, তাহলে বলতে হয় আল্লাহর আসা-যাওয়ার ক্ষমতা নাই, যদি বলা হয় আল্লাহর চোখ নাই তাহলে বলতে হয় আল্লাহর দেখবার ক্ষমতা নাই,যদি বলা হয় আল্লাহর কান নাই তাহলে বলতে হয় আল্লাহর শুনবার ক্ষমতা নাই (না'উযুবিল্লাহ)।যদি বলা হয় আল্লাহর (قلب) হৃদয় নাই, তাহলে বলতে হয় আল্লাহর বুঝবার, অনুধাবন করার ক্ষমতা নাই। তাই ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, 'আল্লাহর অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে অবিশ্বাস করার অর্থ হল আল্লাহর গুনাবলী অবিশ্বাস করা, আল্লাহ্র গুনাবলী অবিশ্বাস করা আর আল্লাহ্ কে অবিশ্বাস করা একই কথা'।

شرح الكتاب الفقه الاكبر : ملا على القارى الحنفى ص ٥٨ – ٢١

دار الكتب العلمية بيروت :

সমাজে আল্লাহ্ সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের জ্ঞানের অভাবে মানুষ অবিশ্বাসী হয়ে নিজেকে ঈমানদার মনে করছে। এ অবস্থায় আল্লাহর (ذات) বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে বর্ননা কোরআনও সহীহ হাদীসে রয়েছে তার চর্চা অপরিহার্য্য। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন, আল্লাহ্ নিরাকার এ বিশ্বাস মু'তাযিলা ছদ্মবেশী মুসলমানদের। কাজেই ছদ্মবেশী মুসলমানদের বিভ্রান্তির হাত হতে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহর দৈহিক অস্তিত্বের আয়াত ও হাদীসের চর্চা একান্ত অপরিহার্য্য।মু'তাযিলাগন মানুষকে বেঈমান বানাবার জন্য যত দলিল ব্যবহার করে তারমধ্যে উল্লেখিত আরবী ইবারাত একটি। ঐ ইবারাতে আল্লাহর যাতের দৈহিক বিভিন্ন অঙ্গের বিষদ বিবরন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কোরআন-সুন্নায় উল্লেখিত ঐসকল আয়াত ও হাদীসের চর্চা ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হয় নাই যাতে আল্লাহর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ আছে।

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর সুরাত

صورة শব্দের অর্থ আকার ঃ

المنجد – صورة – شكل : ٤٤٠

مصباح اللغات – صورة – شكل : ٣٥٦

রাসুল (সাঃ) হাদীসে আল্লাহ সম্পর্কে صورة শব্দ ব্যবহার করেছেন। ঐ শব্দের অর্থ আরবী ভাষায় আকার।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه فان الله خلق ادم على صورته – متفق عليه : مشكوة ص ٣٥٦

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন যদি কখনো কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দিতে হয় অথবা কোন মানুষকে আঘাত করতে হয়, তবে তার চেহারায় আঘাত করবে না, কারন আল্লাহ আদমকে আপন সুরাতে তৈরী করেছেন। বোখারী মুসলিম। মেশকাত ঃ আরবী ৩০৬ পৃঃ

এই হাদীসে প্রমাণ হল আল্লাহ মানুষকে আপন সুরাতে তৈরী করেছেন। আর সুরাত অর্থ আকার।

এই হাদীসের বিপরীত কোন হাদীস নাই, কোরআনের কোন আয়াত নাই যে আল্লাহ নিরাকার। কোন আলেম এই متفق عليه হাদীসের বিপরীত কোন متفق عليه হাদীস অবগত থাকেন, কিম্বা বোখারী কিম্বা মুসলিমের হাদীস পান, অথবা অন্য কোন হাদীসের কিতাবে কোন সহীহ হাদীস পান সনদসহ পাঠালে অমরা উপকৃত হব ও কৃতজ্ঞ থাকব। সনদ বিহীন অথবা কোন যয়ীফ বা হাসান হাদীস পাঠাবেন না। কারণ متفق عليه হাদীসের সাথে ঐ হাদিস গুলির মোকাবেলা করার ক্ষমতা নাই।

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ্‌র চেহারা

وجه শব্দের অর্থ মুখমন্ডল বা চেহারা।

المنجد – الوجه – جهره : ص ١٣٤٨

مصباح اللغات – الوجه – جهره : ص ٩٣٢

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে নিজের জন্য وجـــه শব্দ ব্যবহার করেছেন তেমন রাসুল (সাঃ) ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য وجـــه শব্দ ব্যবহার করেছেন।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ بقره : ١١٥

পূর্ব ও পশ্চিম এর মালিক আল্লাহ্, তোমরা যে দিকে তোমাদের মুখমন্ডলকে ফিরাবে সে দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা থাকবে। বাকারাঃ ১৫৫।

এরূপ আরও বহু আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ নিজের জন্য وجه শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন বাকারা ঃ ২৭২, আনআম ঃ ৫২, রায়াদ ঃ ২২, রূম ঃ ৩৮।

قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فو قكم او من تحت ار جلكم – انعام – ٦٥

عن جابر عبد الله قال لما نز لت هده الاية قال رسول الله صلعم اعوذ بوجهك۔

ابن كثر جلد ٢ ص ١٧٧

বল, সেই আল্লাহ্ ক্ষমতা রাখেন তোমাদের উপর আযাব নাযেল করার তোমাদের উর্ধ্ব দিক হতে এবং তোমাদের পায়ের তলার দিক হতে। আনআমঃ ৬৫।

https://www.facebook.com/178945132263517

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, যখন নাজেল হল এই আয়াত যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর আজাব, নাজেল করার ক্ষমতা রাখেন তোমাদের উর্ধ্বদিক হতে, তখন রাসুল (সাঃ) দোয়া করলেন হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই তোমার চেহারার। পরের অংশে নাজেল হল তোমাদের পায়ের তলায় দিক হতে, তখন রাসুল (সাঃ) দোয়া করলেন আশ্রয় চাই তোমার চেহারার। তাফসীরে ইবনে কাছির, আন্ আ'ম - ৬৫ আয়াত।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ হল যে, আল্লাহর চেহারা আছে। অতএব যার চেহারা আছে তিনি নিরাকার নন। তাঁর আকার আছে, তাঁর চেহারা আছে, সে চেহারা যেমন আল্লাহ্, তেমন চেহারা, তেমন আকার। তাঁর আকারের সাথে, তাঁর চেহারার সাথে কোন তুলনাই নাই, যারা তুলনা করার চেষ্টা করবেন তারা মারাত্মক শির্কে লিপ্ত হবেন।

কোরআনে বর্ণিত, আল্লাহ্র নফস

نفس শব্দের অর্থ দেহ।

مصباح اللغات – النفس – بدن : ص ৮৯৫

المنجد : النفس – بدن ১৩০৩

وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ : ال عمران :৩০

আল্লাহ তোমাদিগকে আপন নফসের ভীতি প্রদর্শন করছেন।

(আলে ইমরানঃ ৩০)

نفس অর্থ দেহ। আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দিতে কারো মুখাপেক্ষী নন। তার দেহে যে শক্তি বিদ্যমান তাদ্বারাই মানব জাতীকে ও নিখিল বিশ্বকে ধ্বংস করতে পারেন। আল্লাহ্ মানুষকে সেই মহান দৈহিক শক্তির ভীতি প্রদর্শন করছেন।

عن ابي ذر الغفارى قال : قال رسول الله صلعم قال الله تعالى ياعبادى انى

حرمت الظلم على نفسى – مسلم : مشكوة : ৩০৩

https://www.facebook.com/1178945132263517

আবু যার(রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "হে আমার বান্দাগণ। আমি আমার নফসের জন্য যুলম হারাম করে রেখেছি"। মুসলিম আরবী মেশকাত ২০৩ পৃঃ।

আমার নফসের অর্থাৎ আমার দেহে ক্ষমতা যতই অসীম হোক, সেই ক্ষমতা বলে আমি কোন বান্দার প্রতি অবিচার করবনা। আমার নিকট যুলম নাই, অবিচার নাই।

نفس (নফস) بدن (বদন) দেহ। অতএব, যার দেহ আছে তাঁর আকার আছে। তবে আল্লাহর দেহ তেমন, যেমন হওয়া প্রয়োজন। তাঁর দেহের কোন তুলনা নাই। কিন্তু যারা বলে আল্লাহর দেহ নাই, আকার নাই, তারা মূর্খ ও জ্ঞানহীন।

কোরআনে বর্ণিত, আল্লাহর রূহ

روح (রূহ) শব্দের অর্থ প্রাণ।

روح – جان : مصباح اللغات : ٣٢٢

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ – حجر : ٢٩

আল্লাহ ফেরেশতা দিগকে বললেন, "আদমকে সুঠাম করব, তারপর আদমের মধ্যে আমার রূহ প্রদান করব, তারপর তাকে তোমরা সেজদা করবে"। হিজরঃ ২৯। এই আয়াতে প্রমাণ হল আল্লাহর রূহ আছে। সেই রূহ কেমন তা আমরা জানি না। তবে, তা আছে তা জানতে পারলাম এবং রূহ অর্থ প্রাণ এটা জানতে পরলাম। তাই আল্লাহর যেমন দেহ আছে, তেমন আছে তাঁর রূহ, আছে প্রাণ।

আল্লাহর হৃদয় বা কলব

قلب (কলব) বলা হয় عقل (আকল)। قلب ও عقل বলা হয় অন্তরের সেই জ্ঞান ও অনুভুতির যন্ত্রকে যা ঘটমান বিষয়কে অনুভব করার ক্ষমতা রাখে। কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ, সুখ-অসুখ, ভালবাসা শত্রুতা পক্ষ বিপক্ষ ইত্যাদি অনুভব করার যন্ত্রই হল কলব, আর হৃদয়ের অনুভুতিকে বলা হয় عقل (আকল) অর্থাৎ জ্ঞান।

https://www.facebook.com/178945132263517

ঘরের মধ্যে বসে যদি কেউ বাইরে আলো দেখে, তাহলে সে বুঝবে যে, প্রভাত হয়েছে সূর্য উঠছে। আলোই প্রমাণ করে সুর্য্যের আগমন যদিও তখন সূর্য্য নযরে পড়ে নাই। তেমন উর্ধ্ব আকাশে ধুয়া দেখলে যেমন প্রমাণ হয় তার নিচে কোথাও আগুন জ্বলছে। তেমন আল্লাহ্‌র দয়া-মায়া, ভালবাসা, ক্ষমা, ক্রোধ, প্রতিশোধের আয়াত সমূহ প্রমাণ করে আল্লাহ্‌র عقل ও قلب আছে। আল্লাহ হৃদয়হীন নন, তিনি বে-আকল নন।

ক্বোরআনে বর্ণিত,আল্লাহ্‌র ভালবাসা আছে

وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ : ال عمران : ١٣٤

যারা ইহসান করেন আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। (আলে ইমরানঃ১৩৪)

ইহসান অর্থ প্রতিদানের আশা ব্যতীত পরের উপকার করা। যারা প্রতিদানের ইচ্ছা ব্যতীত দান খয়রাত বা অন্যের উপকার করেন তাদের বলা হয় মুহসিন। এই আয়াত এবং এমন বহু আয়াতে প্রমাণ হয় আল্লাহ্‌র ভালবাসা আছে। আর এই ভালবাসা থাকাই প্রমাণ করে আল্লাহ্‌র قلب আছে।

ক্বোরআনের বর্ণনায়, আল্লাহ্ ঘৃণাও করেন

وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ – ال عمران : ٥٧

আল্লাহ্ যালিমদিগকে ভালবাসেন না। (আলে-ইমরানঃ ৫৭)

ক্বোরআনের বর্ণনায়,আল্লাহ্‌র মায়া মমতা

بسم الله الرحمن الرحيم – : فاتحة – ١

দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। (ফাতেহাঃ১)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর দয়া মমতা আছে, অবশ্যই দয়া ও মমতার আধার قلب ও আছে। অতএব, দেহ যার আছে قلب তারই আছে, দেহ যার নাই তার قلب থাকে না।

ক্বোরআনে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও পাপ মোচন

إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ - الحج : ٦٠

আল্লাহর মানুষের বহুপাপ দেখেও ক্ষমা না চাইতেও ক্ষমা করে দেন, আবার বহু পাপ ক্ষমা চাইবার পরও ক্ষমা করেন না। (হাজ্জঃ ৬০, শুরা ২৫, ৩০, দেখুন)। ক্ষমা যার আছে দেহ তার আছে, দেহ যার আছে, আকার তার আছে। আল্লাহর হৃদয় আছে, তাঁর দেহ আছে। তবে যেমন আল্লাহর কোন তুলনা নাই তেমন তাঁর হৃদয়েরও কোন তুলনা নাই। যেমন আল্লাহ, তেমন তাঁর হৃদয়।

ক্বোরআনে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র ক্রোধ

আরবীতে غضب (গযব) বলা হয় ক্রোধকে। বনি ইসরাইলগণ আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে শুরু করল এবং মুসা (আঃ) কে অগ্রাহ্য করতে লাগল ফলে আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর আপতিত হল।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ - بقرة : ٦١

বনি ইসরাইলগণ আল্লাহর অবাধ্য হলে আল্লাহ তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেন এবং আল্লাহর ক্রোধ তাদেরকে ঘিরে ফেলে। (বাকারা ঃ ৬১)।

فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى : طه ٨١

বনি ইসরাইলদিগকে আল্লাহ্ হালাল ও হারামের বিধান দান করেন। তাদের প্রতি আল্লাহ্ এই বলে হুঁশিয়ারী প্রদান করেন যে, তোমরা হালালের সীমা লঙ্ঘন করবেনা। যদি কর তাহলে আমার ক্রোধ তোমাদের উপর পতিত

https://www.facebook.com/178945132263517

হবে। আর যাদের উপর আমার ক্রোধ পতিত হবে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহাঃ ৮১। এই আয়াতে আমরা জানলাম যে, আল্লাহর ক্রোধ আছে। ক্রোধ থাকে হৃদয়ে। যেমন হৃদয় আছে, তাতেই আছে ক্রোধ।

কোরআনের বর্ণনায়, আল্লাহর প্রতিশোধ গ্রহণ

আল্লাহ্ তা'আলা ফেরআউন ও তার জাতীর নিকট মুসা ও হারুন (আঃ) কে হেদায়াতের জন্য পাঠালেন। কিন্তু ফেরাআউনের জাতী তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ্ তাদের শায়েস্তা করার জন্য ঝড়-তুফান, ব্যাঙ, পঙ্গপাল, রক্ত প্রভৃতি গযব হিসাবে প্রেরণ করেন।

যখই গযব আসত,তখনই তারা বলত মুসা আল্লাহর এই গযব এবারকার মত চলে গেলেই আমরা ঈমান আনব। আল্লাহর মেহেরবানীতে গযব চলে গেলে আবার তারা কুফরী করতে থাকে আর আল্লাহ গযব মওকুফ করতে থাকেন। এভাবে তারা বারবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় আল্লাহ তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ - اعراف : ١٣٦

অবশেষে তাদের উপর (প্রতিশোধ) নিলাম এবং সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে মারলাম। (আরাফঃ ১৩৬)

প্রতিশোধের ইচ্ছা তারই হয়, যার হৃদয় আছে, হৃদয়ে যার প্রতিশোধের স্পৃহা জাগ্রত হয়, সেই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আল্লাহর এই প্রতিশোধ গ্রহণই প্রমাণ করে তাঁর হৃদয় আছে।

হাদীসের বর্ণনায় আল্লাহর হাসি

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صنعم فضحك الله تعالى الى رجلين يقتل احدهما الاخريد خلان الجنة يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد - متفق عليه : مشكوة ٣٣٠

https://www.facebook.com/178945132263517

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন! আল্লাহ দুব্যাক্তিকে জান্নাতে যেতে দেখে হাসবেন। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শহীদ করে। তারপর যে শহীদ করেছিল সে ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহর পথে জেহাদ করতে নেমে সে ও আবার শহীদ হয়। এই দুই শহীদ যখন এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্ হাসবেন। (মেশকাত আরবী ৩৩০পৃঃ)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فاذا ضحك اذن له فى دخول الجنة – متفق عليه مشكوة : ٤٩٠ – ٤٩١

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, এক ব্যক্তির আচরণে আল্লাহ্ হাসবেন। তাঁর হাসাটাই ঐ ব্যক্তির জান্নাতে যাবার অনুমতি বলে নির্ণীত হবে। মেশকাত আরবী- ৪৯০-৪৯১।

অতএব, প্রমাণ হল আল্লাহ হাসেন। হাসবার মত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর আছে। তাই আল্লাহ দেহহীন , হৃদয়হীন নন। **যার দেহ আছে, হৃদয় আছে, ক্রোধআছে, আছে যার হাসি, তিনি নিরাকার! কি করে হন ??**

কোরআনের বর্ণনায়, আল্লাহর হাত

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ – ال عمران : ٧٣

হে রাসুল বলুণ!ধন সম্পদ ও সম্মান আল্লাহর হাতে। (আলে-ইমরান ঃ ৭৩)

فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ – يس : ٨٣

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যাঁর হাতে বিশ্ব নিখিলের সকল বিষয়ের ক্ষমতা, তাঁর নিকট তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে(ইয়াসীন ঃ ৮৩)।

عن انس قال قال رسوا الله صلعم فياتون ادم فيقولون انت ادم ابو الناس خلقك الله بيده واسكنك جنته واسجد لك الملئكته وعلمك اسماء كل شى اشفع لنا عند ربك: متفق عليه : مشكوة ٤٨٨

https://www.facebook.com/178945132263517

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, মানুষ শাফায়াত করার অনুরোধ নিয়ে হযরত আদমের নিকট হাজির হয়ে বলবে, হে আদম! আপনি মানব জাতীর পিতা, আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে তৈরী করেছেন, সর্ব প্রথম আপনাকে জান্নাতে রেখেছেন, ফেরেশতাদিগকে দিয়ে সিজদা করিয়েছেন, সৃষ্টির সব জিনিসের জ্ঞান দান করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শাফায়াত করুন। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত আরবী ঃ ৪৮৮)

প্রমাণ হল আল্লাহ্‌র হাত আছে, তা দিয়ে তিনি আদমকে তৈরি করেছেন।

হাদীসের বর্ণনায়, আল্লাহ্‌র ডান হাত

عن عبد الله بن عمر قال قال رسو الله صلعم يطوى السموت يوم القيمـــــة ثم

ياخذ هن بيده اليمنى ثم يطوى الار ضين شماله – مسلم مشكوة : ٤٨٢

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমান সমুহকে পরস্পর একত্রিত করে ডান হাতে রাখবেন, এবং মাটির সকল স্তরকে একত্রিত করে বাম হাতে রাখবেন। (মুসলিম, মেশকাত আরবী ঃ ৪৮২ পৃঃ)

আল্লাহ্‌র হাত আছে। সে হাতের মধ্যে ডান ও বাম হাতও আছে। যেমন আল্লাহ্ তেমন তাঁর হাত, তেমনই তাঁর ডান ও বাম হাত, তাঁর হাতের কোন তুলনা নাই। তুলনা করাও যাবেনা, কারন তুলনা করা শিরক।

হাদীসের বর্ণনায়, আল্লাহ্‌র হাতের আঙ্গুলে

عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلعم ان قلوب بنى ادم كلها مــــن

اصبعين من اصابع الرحمن ـ ـــسم – مشكوة : ٢٠ .

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রঃ) বলেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, মানব জাতীর সকলের অন্তর আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুল সমুহের মাত্র দুটি আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত। (মুসলিম, মেশকাতঃ আরবীঃ২০পৃঃ)

https://www.facebook.com/178945132263517

হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহর আঙ্গুল পাঁচ টা

عن عبدالله بن مسعود قال : جاء حبر من اليهود الى النبى صلعم فقال يـــامحمد ان الله يمسك السموات يوم القيمة على اصبع والارضين على اصبع والجبـــال والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن فيقول اناالملك اناالله فضحك رسول الله صلعم تعجبامما قال الحبر تصديقا له : مشكوة : ٤٨٢ متفق عليه

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সাঃ)-এর নিকট একজন ইহুদী পন্ডিত এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ, তুমি তো নিজেকে নবী বলে পরিচয় দিচ্ছো, বলত এই কথাকি অহীর মাধ্যমে জেনেছ যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ (১) সকল আকাশ সমুহকে এক আঙ্গুলের উপরে,(২) মাটির সকল স্তর সমূহকে এক আঙ্গুলের উপর,(৩) সকল পাহাড় পর্বত ও বৃক্ষ সমুহকে এক আঙ্গুলের উপর, (৪) পানি ও কাদা সমুহকে এক আঙ্গুলের উপর (৫)অন্যান্য সকল সৃষ্টি সমুহকে এক আঙ্গুলের উপর রেখে সবগুলিকে একের সাথে অন্যগুলিকে ধাক্কা দিবেন এবং বলবেন, আমি রাজাধিরাজ আমিই আল্লাহ। রাসুল(সাঃ) তার কথা সত্য বলে স্বীকার করলেন। (বোখারী ও মুসলিম, মেশকাত আরবীঃ৪৮২)

এই হাদীসে প্রমান হল আল্লাহর আঙ্গুল ৫টা । প্রমাণ সরূপ পাঠ করলেন সুরা যুমারের ৬৭ আয়াত।

الارض جميعا فقبضته يوم القيمة السموات مطويت بيمينه - زمر - ٦٧

কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর (বাম) মুষ্টিতে এবং আকাশ মন্ডলী থাকবে তাঁর ডান মুষ্টি বদ্ধ। (যুমার ঃ ৬৭)

MOHAMMADIA LIBRA
P.S./P.O. DUM DUM CANT.
KOL - 28, W.B.
VILL-NALTA (NORTH)

https://www.facebook.com/1789451322633517

হাদীসের বর্ণনায়, আল্লাহর হাতের তালু

عن ابى الدر داء قال رسول الله صلعم خلق الله ادم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فاخرج ذريته بيضاء كانهم الذر وضرب كتفه اليسرى فاخرج ذريته سوداء كلانهم الحم : مشكوة احمد : ٢٣

আবু যার গেফারী (রাঃ) বলেন যে, রাসুল(সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ আদমকে তৈরী করার পর তাঁর হাতের তালু দিয়ে আদম(আঃ)-এর পিঠে আঘাত করলেন, আঘাত করে তার পিঠ হতে সাদা-সাদা অতিক্ষুদ্র বিন্দুর মত তাঁর বংশধর বের করলেন। আবার তিনি বাম হাতের তালু দিয়ে আদম (আঃ)-এর পিঠে আঘাত করলেন। তার পর ক্ষুদ্র কাল ছাই কণার মত তাঁর বংশধর বের করে আনলেন।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হল আল্লাহর হাতের তালুও আছে।

(আহমাদ, মেশকাত আরবী ঃ ২৩)

হাদীসের বর্ণনায়, আল্লাহর অঞ্জলী

عن ابى امامة قال سمعت رسول الله صلعم يقول وعدنى ربى ان يدخل الجنة امتى سبعين الفا لا حساب عليهم ولاعذاب مع كل الف سبعون القائلث حثيات من حثيات ربى : مشكوة احمد ترمزى ابن ماجه : ٤٨٦

আবু উমামা(রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য হতে (৭০,০০০×৭০,০০০=) মোট ৪ কোটি ৯০ লক্ষ উম্মতকে বেহেস্তে পাঠাবেন, যাদের কোন আযাব হবে না, যাদের কোন হিসাবও গ্রহণ করা হবে না। এই ৪ কোটি ৯০ লক্ষ লোক আল্লাহর মাত্র ৩ অঞ্জলী হবে। (আহমাদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা, মেশকাত ৪৮৬ পৃঃ)

https://www.facebook.com/178945132263517

হাদীসের বর্ণনায়, আল্লাহ্‌র মুষ্টি

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم يقبض الله الارض يوم القيمة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الاض – متفق عليه – مشكوة : ٤٨٢

আল্লাহ্ বলেন কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সকল স্তর ও সব কিছু তাঁর ডান মুষ্টির মধ্যে থাকবে (যুমার ঃ ৬৭)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র ডান মুষ্টিতে থাকবে আসমান সমুহ এবং বাম মুষ্টিতে থাকবে পৃথিবীর সকল মাটির স্তর অতপর বলবেন, আমিই একমাত্র আসমান ও জমিন সমূহ ও অন্য সব কিছুর বাদশাহ। যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে বাদশাহ বলে বহু কিছু করেছে , আজ তারা কোথায় ? বোখারী মুসলিম, মেশকাত আরবী ঃ ৪৮২।

অতএব, প্রমাণ হল আল্লার মুষ্টি আছে, এবং ডান ও বাম মুষ্টি আছে।

কোরআনের বর্ণনায়, আল্লাহ্‌র চোখ

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ – ال عمران : ١٥

আল্লাহ্ বান্দাদিগকে সর্বক্ষণ দেখেন। (আলে ইমরান ঃ ১৫)।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ – بقرة : ٩٦

আল্লাহ্ সে সব কিছুই দেখতে পান যা তোমরা কর। (বাকারা ঃ ৯৬)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا – هود : ٣٧

হে নূহ ! তুমি আমার চোখের সম্মুখে নৌকা তৈরী কর। (হুদঃ৩৭)

আল্লাহ্‌র চোখ আছে। তাঁর চোখ কেবল তারই মত। তার চোখের কোন তুলনা নাই।

https://www.facebook.com/178945132263517

কোরআনের বর্ণনায়, আল্লাহ্‌র কর্ণ মোবারক

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ – ال عمران : ١٢١

আল্লাহ্ শোনেন এবং সব কিছু জানেন। (আল ইমরান ঃ ১২১)

قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِيْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَارٰى : طه : ٤٦

(মুসা ও হারুন) তোমরা ভয় করবে না, ফেরআউন ও তার জাতি তোমার সাথে যা করবে, তোমাদের বিরুদ্ধে যা বলবে, আমি তা শুনব ও দেখব।(তাহা ঃ ৪৬)

কোরআনের বর্ণনায়, আল্লাহ্‌র অবস্থান

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى – طه : ٥

আল্লাহ্ রহমান আরশে সমাসীন। (তাহাঃ ৫)

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا – مؤمن ٧

যে সকল ফেরেশতাগণ আরশকে বহন করছেন এবং যে সকল ফেরেশতাগণ আরশের চতুর্দিকে আছেন তারা সকলেই আল্লাহ্‌র গুনগান করেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ঈমানের প্রকাশ করেন এবং মুমিনদের পাপ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করে থাকেন। (মোমেনঃ ৭)

আল্লাহ্‌র আরশ আছে, তাতে তিনি সমাসীন। ঐ আরশ ফেরেশতাগণ মাথায় রেখেছেন। (হাক্কা ঃ ১৭)।

আরশের চার পার্শে শূণ্যস্থান আছে। চার পার্শের সেই শূণ্যস্থানে ফেরেশতাগণ রয়েছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র গুণগান করছেন।

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ – زمر : ٧٥

কেয়ামতের দিন তুমি দেখতে পাবে আরশের চার পার্শে ফেরেশতাগণ তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। (যুমারঃ৭৫)

https://www.facebook.com/178945132263517

يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية : حاقة : ١٨

আটজন ফেরেশতা তোমার প্রভুর আরশ মাথার উপর বহন করবে কিয়ামতের দিন। (হাক্কা ঃ ১৭)।

কিছু অন্ধ লোক বলে থাকেন, আল্লাহ্ অসীম। আর আরশ সীমাবদ্ধ। তাই আল্লাহ্ আরশের উপর বসেন, থাকেন, থাকতে পারেন, একথা বিশ্বাস করলে আল্লাহকে অসীম বলে বিশ্বাস করা হয় না। আল্লাহ্ অসীম, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ও কি অসীম নয় ?

অসীম আল্লাহ্ সীমাবদ্ধ আরশে বসতে পারেন না। তাই আরশে আছেন থাকেন, এ সকল কথা বিলকুল ঠিক নয়।

وهو على كل شئ قدير : ملك : ١

আল্লাহ্, তিনি সর্বশক্তিমান। (মুলক ঃ ১)।

فعال لما يريد – بروج : ١٦

আল্লাহ্ যা চান, তাই করেন। (বুরুজ ঃ ১৬)।

আরশ যত ক্ষুদ্রই হোক, আল্লাহ্ মহান তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করেছেন, তাই আরশে সমাসীন হতে পেরেছেন। তিনি ব্যপক আর আরশ ক্ষুদ্র, যদি আরশে বসবার ইচ্ছা রেখেও তাতে সামাসীন হতে না পারতেন তাহলে প্রমাণ হত, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা পারেন না। তার ইচ্ছারও অন্তরায় আছে। তার ক্ষমতা অসীম নয়, সীমাবদ্ধ। (না'উযুবিল্লাহ)।

আল্লাহর অসীম ক্ষমতা। তার সেই অসীম ক্ষমতার দ্বারা তিনি আরশে সমাসীন। তাঁর অসীম ক্ষমতায় যারা বিশ্বাস করেন না, তারা তাঁর আরশের অবস্থান বিশ্বাস করতে পারেন না।

হাদীসের বর্ণনায়, আল্লাহর যাতায়াত

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر – متفق عليه مشكوة – ١٠٩

https://www.facebook.com/178945132263517

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতেই ৩ ভাগের শেষ ভাগ অতিবাহিত হবার পর তৃতীয় ভাগের শেষভাগে আকাশে আগমন করেন। (বোখারী ও মুসলিম, মেশকাত আরবী ঃ ১০৯)।

عن ابی ذر قال قال رسول الله صلعم یقول الله تعالی من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا من تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی اتیته هرولة – مسلم – مشکوة : ١٩٦–١٩٧

আবু যার গেফারী (রাঃ) বলেন যে , রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই, যে আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দৌড়িয়ে অগ্রসর হই"। (মুসলিম মেশকাত ঃ ১৯৬-১৯৭)

কোনস্থান ছেড়ে কোন স্থানে পৌছাবার নাম যাওয়া, উপনীত হওয়া, স্থান ত্যাগ করে যথাস্থানে পুনরায় পৌছাবার নাম আসা।আল্লাহ যখন কোথাও যান, অবশ্য সে স্থান ত্যাগ করতে হয় ।আবার যখন পৌছান, তখন সেখানে অবস্থান করতে হয়। তিনি যদি নিরাকার হন, তাহলে কি করে তা সম্ভব?

এক শ্রেণীর মানুষ বলে থাকে আল্লহ সর্বত্র বিরাজমান! কথাটা প্রলাপই বলা যেতে পারে।

এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে পাক না পাক, ঘৃণিত প্রসংশিত সব রকম স্থান আছে,এর সকল স্থানেই আল্লাহ আছেন,কথাটা মোটেই সত্য নয়।তবে তিনি গোপন-প্রকাশ্য ভাল-মন্দ স্থান সম্পর্কে অবগত আছেন, তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সমভাব প্রযোজ্য।

وَسِعَ كُرْسِيه السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ : بقرة ٢٥٥

তার ক্ষমতা আকাশ মন্ডলী ও জগতের সর্বত্র সর্বভাবে বিরাজ মান। (বাকারা ঃ ২৫৫)।

https://www.facebook.com/178945132263517

কোরআনের বর্ণনায়, আল্লাহ্‌র কদম মোবারক

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ -

قلم : ٤٢-٤٣

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ নিজ পা বের করে দেবেন এবং তাঁর পায়ে সিজদা করার নির্দেশ দেবেন, যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য ছিল দুনিয়াতে তারা সেজদা করতে পারবে না, কিন্তু যারা ঈমানদার তারাই সেজদা করতে পারবে। (কালাম ঃ ৪২ - ৪৩)

عن ابى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله صلعم يقول : يكشف ربنا عن ساقه فيسجدله كل مؤمن مؤمنة -متفق عليه مشكوة : ٤٨٤

আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, রাসুল(সাঃ) বলেছেন, হে মুসলমানগণ ! কিয়ামতের দিন কি পরিচয় অন্য মুসলমানকে চিনতে পারবে বলত?

সাহাবাগণ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ পা মোবারক বের করে দেবেন, মুসলমানগণ তাঁর পায়ে সিজদা করতে পারবে, তাই দেখে আমরা চিনে নেব কে ঈমানদার। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ঃ ৪৮৪)।

অতএব, আল্লাহ্‌র পা আছে। তা ঢাকা থাকে, তা তিনি প্রকাশ করবেন। যাকে ঈমানদারগণ সিজদা করবেন। আল্লাহ তাহলে নিরাকার হলেন কিভাবে?

عن ابى هريرة قال قال رسول الله.صلعم فا ماالنار تمتلىء حتى يضع الله رجله يقول قط قط قط - متفق عليه مشكوة ٥٠٥

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন। কিয়ামতের দিন জাহান্নামীগণ জাহান্নামে যাবার পর জাহান্নাম ফুলতে থাকবে, আল্লাহ জাহান্নামের মুখে পা রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে আমার চাহিদা পুরণ হয়েছে, আমার চাহিদা পুরণ হয়েছে, আমার চাহিদা পুরণ হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ঃ ৫০৫)

https://www.facebook.com/178945132263517

عن انس قال قال رسول الله صلعم لاتزال جهنم يلقى فيها تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها الى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك - منفق عليه مشكوة : ٥٠٥

আনাস (রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদিগকে নিক্ষেপ করা হবে যতই নিক্ষেপ করা হোক জাহান্নাম বলতে থাকবে চাই আরও চাই।

আল্লাহ্ তা'আলা এক সময় জাহান্নামের মুখে তাঁর কদম মুবারক রাখবেন। জাহান্নাম তখন বলবে হে আল্লাহ, আপনার ইজ্জতের কছম আপনার শ্রেষ্ঠত্বের কছম, হয়েছে, হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ঃ ৫০৫ পৃঃ)।

হাদীসের বর্ণনায়, আল্লাহর দর্শন

عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلم انكم سترون ربكم عيانا - متفق عليه مشكوة : ٥٠٠

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা পরকালে আল্লাহকে চক্ষে দেখতে পাবে। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত আরবী ঃ ৫০০)।

নিরাকার কিছু চোখে দেখা যায় না। চোখকে দেখাতে হলে আকার থাকতে হয়। আল্লাহর আকার আছে। যা পরকালে দেখা যাবে।

عن صهيب عن النبى صلعم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقو لون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيرفع الحجاب وينظرون الى وجه الله فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم ثم تلا للذين احسنوا الحسنى والزيادة - مشكوة مسلم - ٥٠١-٥٠٠

সুহায়েব (রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেন, জান্নাতীগন জান্নাতে যাবার পর আল্লাহ্ জান্নাতীদিগকে জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমরা আরও কি কিছু চাও যা আমি তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব"? জান্নাতীগণ বলবে, "হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের চেহারা উজ্জল করেছ, জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছ, জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়েছ"। রাসুল (সাঃ) বলেন, "জান্নাতীদের 'ঐ কথাগুলি বলার পর আল্লাহ

https://www.facebook.com/178945132263517

তা'আলা বান্দা ও তাঁর মধ্যেকার আড়াল সরিয়ে নেবেন, জান্নাতীগণ সাথে সাথে আল্লাহর চেহারার মোবারকের দিকে তাকাবেন এবং দেখতে পাবেন তাঁকে। জান্নাতে তারা যা পেয়েছেন তার সব কিছুর তুলনায় আল্লাহর এই দর্শনই সব চাইতে অতুলনীয় বলে মনে হতে থাকবে"। অতঃপর রাসুল (সাঃ) কোরআনের ১০ নম্বর সুরার ২৬ নম্বর আয়াতের উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহর ব্যবহার হবে সুন্দর, সেই সুন্দর ব্যবহারের পর ও তারা পাবে অতিরিক্ত পুরস্কার। (মুসলিম, মেশকাত ঃ ৫০০ - ৫০১)।

عن ابى هريرة قال : قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيمة قال هل تضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليست فى سحابة قالوا لا - قال فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة قالوالا : قال فوالذى نفسى بيده لاتضارون فى رؤة ربكم - مسلم مشكوة : ٤٨٥

আবু হোরায়রা (রাঃ)বলেন রাসুল (সাঃ) বলেছেন, একদিন সাহাবাগণ রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর নবী (সাঃ), কিয়ামতের দিন কি আমরা আল্লাহকে দেখতে পাব"? পাল্টা রাসুল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "বল আকাশ যদি মেঘলা না থাকে তাহলে দুপুরের সূর্য্য দেখতে কি কোন ধাক্কা ধাক্কি হয়"? সাহাবাগণ বললেন অবশ্যই না। তারপর রাসুল (সাঃ) বললেন, "আল্লাহর কছম কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহকে দেখতে পাবে, তাতে কারো কোন কষ্ট করতে হবে না"। (মুসলিম, মেশকাত ঃ ৪৮৫)

عن ابى سعيد الخدرى قال ان ناسا قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيمة قال رسول الله صلعم نعم : ماتضارون فى رؤية الله تعالى يوم القيمة : مشكوة ٤٨٩-٤٩٠

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদিন একদল লোক রাসুল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রাসুল (সঃ), "আমরা কি কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবো"? রাসুল (সাঃ) বললেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবে, তাঁকে দেখতে কোনই কষ্ট হবে না"। (বোখারী ও মুসলিম, মেশকাত ঃ ৪৯০)।

এই হাদিসগুলো দ্বারা ইহাই প্রমাণ হল আল্লাহর পূর্ণ চেহারা বান্দাগণ মেঘমুক্ত আকাশের সূর্য্য ও পূর্ণিমার চাঁদের মত দেখতে পাবে।

https://www.facebook.com/178945132263517

এই প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর আক্বীদাহ্।

وله وجه ونفس كما ذكر الله تعالى فى القران : فهما ذكر الله تعالى فى القران من ذكر الوجه واليد والنفس فهوله صفات بلاكيف ولايقال ان يده قوته اونعمته لان فيه ابطال الصفة وهو قول اهل القدر والاعتزال : الفقه الاكبر - للامام الاعظم ابى حنيفة النعمان بن الثابت مع شرحه للامام ملاعلى القارى : دار الكتب العلمية بيروت : ٥٩-٥٨

আল্লাহ্‌র হাত আছে। মুখমন্ডল আছে, দেহ আছে, যেমন আল্লাহ কোরআনে বর্ণনা করেছেন। কোরআনের বর্ণনায় আল্লাহ্‌র মুখাকৃতি, হাত, দেহের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ্‌র দৈহিক বৈশিষ্ট। আমরা তাঁর ঐ সকল অঙ্গের বিষদ বিবরন অবগত নই। কেউ যেন আল্লাহ্‌র হাতকে কুদরতী হাত না বলে। আল্লাহ্‌র চোখকে কুদরতী চোখ ইত্যাদি না বলে। কারন আল্লাহ্‌র হাতকে তার কুতরতী হাত বললে আল্লাহ্‌র দৈহিক বৈশিষ্ট অস্বীকার করা হয়। এবং আল্লাহ্‌র দৈহিক বৈশিষ্টকে অস্বীকার করা হলে আল্লাহকেই অস্বীকার করা হয়। যারা বলে আল্লাহ্‌র হাত প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র হাত নয়, ওটা আল্লাহ্‌র কুদরতী হাত, তারা বিভ্রান্ত কাদরিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোক। কোন মুসলমান যেন এরুপ কথা না বলে।

ইমাম আবু হানীফা, ফিক্‌হে আকবার- দারুল কুতুবুল ইলমিইয়্যাহ্ বৈরুত ৫৮ ও ৫৯পৃঃ।

আমাদের দেশে কোরআনের বহু অনুবাদে আল্লাহ্‌র অঙ্গ প্রতঙ্গের অনুবাদ বর্জন করা হয়েছে। যেমন সূরায়ে কালাম-৬৮, আয়াত - ৪২।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ

অনুবাদ ঃ স্মরণ কর সেই চরম সংকটের দিনের কথা, সেই দিন উহাদিগকে আহবান করা হইবে সিজদা করিবার জন্য কিন্তু উহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না। আলকুরআনুল করীম ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পৃঃ ৯৪৫।

এই অনুবাদে "আল্লাহ্ তার পায়ের হাটু হতে পায়ের নিম্নাংশ খুলে দিবেন" এই অংশের অর্থ বাদ দেয়া হয়েছে। কোরআনের আয়াতের এই অংশের অর্থ না করার কারন অনুবাদকগণ আল্লাহ্‌র অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিশ্বাসী নন।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাওহীদ প্রকাশনীর প্রকাশিত পুস্তকাবলী

১। বুলগুল মারাম (মূল আরবী সহ) বঙ্গানুবাদ। ২। যারবে কালীম (মূল উর্দু সহ) বঙ্গানুবাদ। ৩। আনুগত্যহীন ইসলামী সংগঠন। ৪। দ্বীনিয়াত শিক্ষা। ৫। ইসলামী খুত্‌বা (বাংলা উচ্চারণ)। ৬। খুত্‌বাতুত তাওহীদ। ৭। সরল দ্বীনিয়াত শিক্ষা। ৮। বঙ্গানুবাদ-মীযানুস সারফ্। ৯। বঙ্গানুবাদ - মুনশাইব। ১০। বঙ্গানুবাদ - নহুমীর। ১১। আল্লাহ্ কি নিরাকার ? ও সর্বত্র বিরাজমান?? ১২। আসমানী গজল। ১৩। বিপ্লবী গজল। ১৪। সংগ্রামী গজল। ১৫। প্রিয়নবীর প্রিয় কথা। ১৬। গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান। ১৭। অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। ১৮। আদাবে যিফাক। ১৯। তাওহীদ ও শির্ক সুন্নাত ও বিদআত। ২০। পীর ফকির কবর পূজা হারাম কেন ? ২১। মাযহাবীদের গুপ্তধন। ২২। আপনি জানেন কি প্রচলিত নামায ও রাসূল (সঃ) নামাযের পার্থক্য। ২৩। যইফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূল নীতি। ২৪। সূদ। ২৫। একখোদা ইনসান বানগিয়।

ডাঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আল গালীব রচিত পুস্তাবলী ঃ

১। আহলে হাদীস আন্দোলন কি ও কেন ? ২। ইনসানে কামেল। ৩। ইক্বামাতে দ্বীন। ৪। মিলাদ প্রসঙ্গ ৫। শবেবরাত। ৬। আশুরায়ে মুহাররাম ও আমাদের করণীয় ৭। মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা ৮। স্বালাতুর রাসূল ৯। দাওয়াত ও জিহাদ। ১০। হাদীসের প্রামাণিকতা।

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ রচিত পুস্তাবলী ঃ

১। আদর্শ পরিবার। ২। আদর্শ নারী। ৩। আদর্শ পুরুষ। ৪। কে বড় লাভবান ৫। কে বড় ক্ষতিগ্রস্থ। ৬। মরণ একদিন আসবেই। ৭। আইনে রাসূল দু'আ অধ্যায়। ৮। বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও ইসলাম প্রচারক ডাঃ জাকির নায়েক-এর সমস্ত পুস্তিকাবলী পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান

তাওহীদ প্রকাশনী

মিসবাহুদ্দিন

লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৪৮

মোবাইল ঃ ৯৭৩২৮৩২৭১২/৯৭৩২৫৭৯৫৯৩/৯৭৩৩৪৩৮৫৪১

https://www.facebook.com/178945132263517